দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 OCT 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 5

ডকুমেন্টেশন সেন্টার

064

শিক্ষাঙ্গনে

পাঠ্যসূচী সম্পর্কে কিছু কথা

বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনের সমস্যা এখন বহুল ও ব্যাপক আলোচিত। শিক্ষা ব্যবস্থা, পাঠ্যসূচী ও পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবিগণ বিভিন্নভাবে বক্তব্য রাখছেন। মূলতঃ গত পনের বছর ধরে দেশে যেরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা চলে এসেছে তা জাতি ও জনগণের কল্যাণের জন্য মোটেই অনুকূল নয়। আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও জাতীয় জীবনের সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যুগোপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন একান্তই জরুরী যা আজ সার্বজনীনভাবেই অনুভুত। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল স্বাধীন দেশের শিক্ষা পদ্ধতি তার নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী প্রণীত হওয়া উচিত। বাস্তব কারণেই পরাধীন দেশের বিদেশী শাসক-গোষ্ঠীর স্বার্থোপযোগী এক বিশেষ ধরনের অদ্ভুত গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা কোন স্বাধীন দেশে চলতে পারে না।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর স্বাধীন দেশের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে বিরেচিত হলেও আজ অবধি তা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। দেশের প্রায় প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে ব্যাপকভাবে অব্যবস্থা, চরম দুর্নীতি, দলাদলি, কোন্দল ও বিশৃংখলা, বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষায় ব্যাপকভাবে অসদুপায় অবলম্বন, ঢালাওভাবে নকল প্রবণতা ইত্যাদি কতখানি বিস্তার লাভ করেছে তা আজ সুবিদিত। শিক্ষার গুণগত মান উন্নত এবং শিক্ষা ব্যবস্থা যুগোপযোগী ও জাতীয় চাহিদা মাফিক করতে হলে দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে পাঠ্যসূচীও (সিলেবাস) নতুনভাবে নব আঙ্গিকে প্রণয়ন করতে হবে।

অত্যন্ত আশার কথা, দেশের দশ কোটি জনগণের নয়নমনি মহামান্য রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ এদেশের ঘুনেধরা শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে জাতি ও জনগণের কল্যাণমুখী এবং যুগোপযোগী শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। জাতীয় পর্যায়ে গঠিত পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি প্রণীত রিপোর্ট ইতিমধ্যেই সরকারের নিকট পেশ করা হয়েছে। অচিরেই পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যাপক পরিবর্তনের সপক্ষে রিপোর্টের সুপারিশের আলোক সরকার তা যথাযথ বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা নেবেন বলে আশা করা যায়। পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির রিপোর্টের সুপারিশগুলো জরুরীভাবে বাস্তবায়ন করা হলে সহসাই দেশ, জাতি ও জনগণ তথা এদেশের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ বিশেষভাবে উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়।

অধুনা এদেশের শিক্ষাঙ্গনে মূল্যবোধের যেরূপ চরম অবক্ষয় ঘটেছে তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে একা সরকারের পক্ষে তা সম্ভব নয়। সরকারের গৃহীত প্রদক্ষেপ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট সকলকেই আন্তরিকভাবে সহায়তা প্রদানের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশ, জাতি ও জনগণের সার্বিক কল্যাণে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, নির্বিশেষে সকলেরই সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা প্রদান একান্ত প্রয়োজন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং সরকারের উদ্যোগেই প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা প্রসারে বর্তমান সরকার সীমিত সম্পদের বৃহৎ অংশ ব্যয় করছেন। শিক্ষাঙ্গনের সার্বিক উন্নয়নে এতে সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছাই প্রতিফলিত হয়েছে—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

—এম, জি, মাহফুজ